দুটি মৃত্যু ও একটি আমানত

কর্ণফুলী রিপোর্ট

বাংলাদেশের একজন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের গত ২৮ জানুয়ারী সিডনীতে একটি রেস্তোঁরায় কর্মরতাবস্থায় আততায়ির হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। প্রবাসী বাংলাদেশীরা তার লাশ দেশে পাঠানো ও নিহতের পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্যে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ তখন নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (ক্যাম্বেলটাউন) এর পক্ষ থেকেও একই উদ্যেগ নেয়া হয়। উক্ত সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সদ্যপ্রয়াত জনাব আবদুর রহিম মোল্লার ভুমিকা ছিল স্মরণীয়। জনাব মোল্লা তার জিবীতাবস্থায় বাংলাদেশী সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে তার উদারতা ও সততা নিয়ে অনেকের উপকার করেছিলেন। 'লাইফ ইজ শর্ট, বাট আর্ট ইজ লঙ' এই প্রবাদটি জনাব মোল্লার ক্ষেত্রে অতিব প্রযোজ্য। তার কঠোর পরিশ্রমে ও আন্তরিক চেষ্টায় নিহত আবদুল কাদেরের ফান্ডে সর্বসাকুল্যে ২৭০০ ডলার জমা হয়। জনাব মোল্লা তার মৃত্যুর মাত্র ৫ দিন আগে (২৯/০৬/২০০৭) মিন্টোর একটি বাসায় বাংলাদেশ থেকে আগত ঢাকার মেট্রোপলিটনের বর্তমান পুলিশ কমিশনার জনাব নাঈম আহমেদ ও সারদা পুলিশ ইনিষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল ডি.আই. জি জনাব মুখলেসুর রহমান সহ রাতের ভোজ গ্রহনের সময় নিহত আবদুল কাদেরের ফান্ডের প্রসংগ তুলেছিলেন। একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি কর্ণফুলীর সম্পাদককে ফান্ড হস্তান্তরের বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছিলেন। ফান্ড হস্তান্তর বিলম্বের কারনের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি মরে যাই তবে মনে রাখবেন আমার লাশ দেশে পৌঁছানোর আগে সংগৃহীত ঐ অর্থ নিহত মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদেরের পরিবারের হাতে পৌঁছাবে ইনশাল্লাহ। আমাদের এই ফান্ড একটি আমানত এবং এর খেয়ানত কোনদিন হবেনা।' তার সেই প্রতিশ্রুত বাক্যের প্রতিধ্বনি মুছে যেতে না যেতেই তিনি এই ধরাধাম ছেড়ে চলে গেলেন, নিয়তীর নির্মমতা আজ তাকে আলিঙ্গন করেছে কিন্তু রেখে গেছেন তার কিছু সুন্দর ও অমর স্মৃতি। জনাব মোল্লার মৃত্যুতে ঢাকা থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন ডি.এম.পি কমিশনার জনাব নাঈম আহমেদ এবং রাজশাহী (সারদা) থেকে ডি.আই.জি জনাব মোখলেছুর রহমান। তারা দুজনে সিডনী ত্যাগ করার মাত্র তিনদিন পরেই তাদের চোখে দেখা সুস্থ ও সুন্দর দেহের জনাব মোল্লা ইন্তেকাল করেছেন শুনে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মরহুম রহিম মোল্লার লাশ গ্রহনে ও দেশের বাড়ীতে পৌঁছানো বিষয়ে যদি কোনরকম পুলিশি সহযোগীতা বাংলাদেশে তাদের পরিবার পরিজনের প্রয়োজন হয় তাঁরা আন্তরিকভাবে সে দায়ীত্ব পালন করবেন বলে টেলিফোনে কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন।

জনাব আবদুর রহিম মোল্লা আজ জাগতিক সকল কিছুর উর্দ্ধে চলে গেছেন কিন্ত তার সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের কাঁধে রেখে গেছেন তার অসমাপ্ত কিছু দায়ীত্ব ও একটি আমানত। প্রবাসী বাংলাদেশীরা আশা করেন জনাব মোল্লার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁর সহকর্মীরা তাঁর ফেলে যাওয়া অসমাপ্ত কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করবেন এবং নিহত আবদুল কাদেরের পরিবারের হাতে সংগৃহীত সঠিক অংকের অর্থ অতিসত্তর হস্তান্তর করে মরহুম মোল্লাহকে দায়মুক্ত করবেন। পরম করুনাময় আল্লাহ বিনয়ী, সদালাপী, উদার ও পরিশ্রমী মরহুম আবদুর রহিম মোল্লাকে যেন বেহস্তবাসী করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে সুখে ও শান্তিতে রাখেন সে কামনা করছেন সিডনীবাসী তার সকল বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা।

কর্ণফুলী রিপোর্ট